যুগান্তর

তারিখ 05 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত একর জমি দখলদারদের কবলে

আবু বকর রাহাত, চবি থেকে

চারপাশ উন্মুক্ত থাকায় দখল হয়ে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত একর জমি। বাংলাদেশ গেজেট (বিএস) জরিপে রেকর্ড না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫০০ একর ভূমির কোন হদিস নেই। এতদিন জমি দখল হতে থাকায় ছোট হয়ে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধি। সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশের কোন দিকেই সীমানা ঠিক নেই। আশপাশের ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত একর জমি। জমি দখল করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে করা হচ্ছে ভূয়া মামলা। এতে চবির এস্টেট ডিপার্টমেন্ট ও নিরাপত্তা দপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তা জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর না থাকায় শত কোটি টাকার স্থাপনা অরক্ষিত পড়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিম সীমান্তে বিশ্ববিদ্যালয়েরই জায়গায় গড়ে উঠেছে ব্যক্তিমালিকানাধীন ফ্ল্যাটবাড়ি। এক হাজার ৭০৩ দশমিক ৮৮ একর আয়তনের গাছাড়ি জায়গাজুড়ে অবস্থিত চবির সীমানা নির্ধারণ করতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় দেয়া যাচ্ছে না নিরাপত্তা বেষ্টনী। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আয়তন ১ হাজার ৬০৩ দশমিক ৮৮ একর। অথচ বিএস জরিপে দেখা গেছে, চবির জমি আছে ১ হাজার ২৫১ দশমিক ১২ একর। বিভিন্ন ব্যক্তির দখলে থাকায় চবির ৪৯৫ একর জমির কথা উল্লেখ নেই বিএস জরিপে। বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী দখলে থাকা প্রতি একর জমির দাম অন্তত আড়াই কোটি টাকা। এ হিসেবে ইতিমধ্যে দখল হয়ে গেছে চবির হাজার কোটি টাকারও বেশি জমি। বিএস জরিপের পর প্রায় ৩৫ বছর পর হলেও এখনও ৪২৪ দশমিক ৭৬ একর জমি রেকর্ডভুক্ত করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ১৯৬৬ ও ১৯৬৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তর দেয়া এসব জমির রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) হয়েছে কি না প্রতিষ্ঠার প্রায় ৪৫ বছর পরও এ ব্যাপারে কোন তথ্য নেই তাদের কাছে। এ সুযোগে কিছু ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা দখল করে গড়ে তুলেছেন ঘরবাড়ি। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকায় অনেক জমি রয়েছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি অবৈধ পন্থায় তাদের নামে খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছে। এ কাজে সহায়তার অভিযোগ রয়েছে দেশি চবির এস্টেট ডিপার্টমেন্ট ও নিরাপত্তা দপ্তরের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গায় সাবেক ডিপি ড. এম

৪৫ বছরেও নির্মিত হয়নি সীমানা প্রাচীর

বদিউল আলমের ভবন নির্মিত হওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। এদিকে কোন সীমানা প্রাচীর না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রায়ই ঘটছে ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধের ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূরো ক্যাম্পাসজুড়ে রয়েছে বিভিন্ন পর্যটন স্পট। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কলা অনুষদের পেছনের প্রাকৃতিক ঝরনা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, গোলপুকুর, অরেন্টির লেক, পাহাড়তলী, ডিসি হিল ও টাওয়ার হিল। এসব স্পট ভ্রমণে সবসময় দর্শনার্থীর ভিড় থাকত। কিন্তু এখন আর সেই অবস্থা নেই। কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় ওইসব এলাকায় শিক্ষার্থীদের যাতায়াত নিষিদ্ধ করে কৃষিকে দেয়া হচ্ছে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি। সেই সুবাদে এসব এলাকা পরিণত হয়েছে মাদকসেবী ও খুনীদের অভয়ারণ্যে। দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে শেষের কেন্দ্রে পার্বত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র প্রাকৃতিক ঝরনাটিও অরক্ষিত। ঝরনাটি দর্শন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছে অসংখ্যবার। এদিকে চারুকলা ভবনের সামনে ছিনতাইকারীর ঘুরিয়াঘুরে খুন হন মাদকাসক্ত বিভাগের কর্মচারী জরিক। সীমানা প্রাচীর না থাকায় ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের অবাধ চলাফেরার অন্যতম কারণ বলে মনে করেন শিক্ষার্থীরা। আবার সীমানা প্রাচীর না থাকায় প্রতিনিয়ত পাচার হয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান গাছ। এ ব্যাপারে চবি শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রাহমান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমান্তবর্তী জায়গাগুলোতে দখলদারিত্ব রয়েছে। বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গাকে নিজের নামে করে নিচ্ছে। কিন্তু এসব জমি পুনরুদ্ধারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

ডিপি হলেন, উক্ত শিক্ষক সংগঠক এ প্রতিষ্ঠানের সীমানা নির্ধারণ করে এর জন্য সীমানা প্রাচীর তৈরি করা জরুরি হয়ে পড়েছে। তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে তা অবৈধ দখলদারদের হাতে চলে যাবে। এ দিকে অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা দখল করায় ইতিমধ্যে কয়েকজনকে নোটিশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট অফিস। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (এস্টেট) জাকের আহমদ বলেন, অবৈধ দখলে থাকা জমি ছেড়ে দিতে ১৫-২০ জনের বিরুদ্ধে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জমির ওপর ভর নির্মাণের অভিযোগে ইতিমধ্যে রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল মান্নানের বিরুদ্ধে মামলা করেছে কর্তৃপক্ষ। এদিকে দীর্ঘদিন প্রভাবশালী মহলের দখলে থাকা এসব জমি উদ্ধারে প্রধানমন্ত্রীর শরণাপন্ন হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপি অধ্যাপক মনোয়ারুল আজিম আরিফ। জমি উদ্ধারের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনাও দিয়েছেন। সেই নির্দেশনা অনুযায়ী ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে চবি উপাচার্য প্রফেসর মনোয়ারুল আজিম আরিফ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জমি উদ্ধারের ব্যাপারে হয়েছেন চাইলে তিনি বেশকিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। সেই নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ চলছে।